দেশে শুরু হলো সংযম, আত্মশুদ্ধি ও সহমর্মিতার পবিত্র মাহে রমাদান



সংগৃহীত ছবি

আজ থেকে শুরু হলো পবিত্র রমাদান। ভোরের সেহরির মধ্য দিয়ে মুসলমানদের এক মাসব্যাপী সিয়াম সাধনা শুরু হয়েছে। আধ্যাত্মিক শুদ্ধতা, আত্মসংযম এবং তাকওয়া অর্জনের লক্ষ্যে এই মাসে রোজা পালন করেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা।

রমাদান কেবল খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকার নাম নয়; এটি আত্মার পরিশুদ্ধি ও চরিত্র গঠনের একটি অনন্য সময়। সারাদিন রোজা রেখে মানুষ ধৈর্য, সহনশীলতা ও সংযমের অনুশীলন করে। একই সঙ্গে দান-সদকা, যাকাত ও অসহায়দের পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে সামাজিক বন্ধনও মজবুত হয়।

মসজিদগুলোতে শুরু হয়েছে তারাবির নামাজ। ধর্মীয় আলোচনায় মুখর হয়ে উঠছে নগর ও গ্রাম। পারিবারিক ইফতার আয়োজন, প্রতিবেশীর সঙ্গে খাবার ভাগাভাগি—সব মিলিয়ে রমাদান এক ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে।

এই মাসেই নাজিল হয়েছিল পবিত্র আল-কোরআন, যা মুসলমানদের জীবন পরিচালনার মূল দিকনির্দেশনা। তাই কোরআন তিলাওয়াত ও বোঝার চর্চা রমাদানে বিশেষ গুরুত্ব পায়।

সংযমের এই মাস আমাদের শেখায়—ক্ষুধার কষ্ট বুঝে দরিদ্রের পাশে দাঁড়াতে, নিজের ভুলত্রুটি শোধরাতে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে আন্তরিক হতে। আত্মশুদ্ধির এই যাত্রা যেন ব্যক্তিগত জীবন থেকে সমাজজীবন পর্যন্ত ইতিবাচক পরিবর্তন বয়ে আনে—এটাই সবার।